প্রথম আলো

তারিখ · 28 NOV 2017
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ১

বিসিএস ছাড়া জাতীয়করণ করা কলেজশিক্ষকদের ক্যাডারের মর্যাদা না দেওয়ার দাবিতে সারা দেশের সরকারি কলেজগুলোতে কর্মবিরতি পালন করছে বিসিএস শিক্ষা সমিতি। রাজধানীর সরকারি বিজ্ঞান কলেজ থেকে ছবিটি গতকাল দুপুরে তোলা ● প্রথম আলো

দ্বিতীয় দিনেও অচল সরকারি কলেজ

বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের কর্মবিরতি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

জাতীয়করণ হওয়া এবং হতে যাওয়া কলেজের শিক্ষকদের বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের অন্তর্ভুক্ত না করার দাবিতে গতকাল সোমবার দ্বিতীয় ও শেষ দিনের কর্মবিরতি পালন করেছেন শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তারা। এতে সারা দেশের সব সরকারি কলেজ ও শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের কার্যক্রম কার্যত অচল হয়ে পড়ে। সরকারি কলেজগুলোতে ক্লাস-পরীক্ষা হয়নি বলে খবর পাওয়া গেছে।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির ডাকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, কুমিল্লা, বগুড়া, পাবনা, রংপুর, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জসহ দেশের সব সরকারি কলেজের শিক্ষকেরা পূর্বঘোষিত দুই দিনের এই কর্মবিরতি পালন করলেন। কর্মবিরতি শুরুর আগেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন রাজধানীর সাত সরকারি কলেজ ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন তিন শতাধিক সরকারি কলেজের এই দুই দিনের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। অনেক কলেজে পূর্বনির্ধারিত উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির ক্লাস বা সাময়িক ও নির্বাচনী পরীক্ষা থাকলেও তা হয়নি। শিক্ষকেরা কলেজে গেলেও শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে অংশ নেননি। কর্মবিরতি পালন করেন সারা দেশের শিক্ষা কর্মকর্তারাও।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সভাপতি আই কে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার গতকাল *প্রথম আলো*কে বলেন, যদি দাবি পূরণ না হয়, তাহলে আগামী ৬ থেকে ৮ জানুয়ারি আবারও পূর্ণদিবস

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৫

■ সম্পাদকীয় : সরকারি কলেজে ধর্মঘট—ঢালাও জাতীয়করণ নয়, শিক্ষার প্রতি নজর দিন : পৃষ্ঠা-১০

দ্বিতীয় দিনেও অচল সরকারি কলেজ

শেষ পৃষ্ঠার পর

কর্মবিরতি পালন করা হবে। বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে তাঁরা কোনো কর্মবিরতি রাখেননি এ সময় দাবির সমর্থনে জনসংযোগ করা হবে। তবে এ সময়ের মধ্যেও যদি প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন এবং শিক্ষানীতি উপেক্ষা করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তাহলে তাঁরা লাগাতার কর্মবিরতি করবেন। তিনি বলেন, তিনি খোঁজ নিয়ে দেখেছেন, সারা দেশেই সর্বাত্মক এই কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

দেশের যেসব উপজেলায় সরকারি কলেজ নেই, সেগুলোতে একটি করে কলেজকে সরকারি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এর মধ্যে বেশ কিছু কলেজকে সরকারি করা হয়েছে এবং আরও ২৮৩টি বেসরকারি কলেজকে সরকারি করার জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ওই সব কলেজের মোট শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় আট হাজার। এসব শিক্ষক যেহেতু বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হননি, তাই তাঁদের নন-ক্যাডারের মর্যাদায় আলাদা নীতিমালা করার দাবি সমিতির নেতাদের। কয়েক মাস ধরেই তাঁরা এই আন্দোলন করছেন। সর্বশেষ গত শুক্রবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মহাসমাবেশ করে দুই দিনের কর্মবিরতি ডাকা হয়।

গতকাল দুপুরের পর ঢাকা কলেজে গিয়ে দেখা গেছে, পূর্ণদিবস কর্মবিরতির ঘোষণাসংবলিত ব্যানার টানানো। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের উপস্থিতি তেমন ছিল না। রাজধানীর অন্য সরকারি কলেজগুলোর চিত্রও ছিল এমন।

বগুড়ার আটটি সরকারি কলেজ ও একটি সরকারি মাদ্রাসায় দ্বিতীয় দিনের মতো পাঠদান, পরীক্ষা ও দাপ্তরিক কাজ বন্ধ ছিল। কলেজের প্রধান ফটকে ছিল তালা। কুমিল্লায় ১১টি সরকারি কলেজ ও চারটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানে ক্লাস-পরীক্ষা হয়নি। শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিও একেবারে ছিল না। শিক্ষকেরা এলেও নিজ নিজ দপ্তরে, একসঙ্গে আড্ডা দিয়ে বা মিলনায়তনে সময় কাটান।

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা কুমিল্লা অঞ্চল, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, কুমিল্লা টিটার্স ট্রেনিং কলেজেও কর্মবিরতি চলে। কুমিল্লা বোর্ডে নাম সংশোধন করতে লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ থেকে এসেছিলেন মো. রিপন। তিনি বলেন, 'এত দূর থেকে এসে জানলাম বিসিএস কর্মকর্তাদের আন্দোলন চলছে। ফলে কাজ না করেই বাড়ি ফিরতে হচ্ছে।'

পাবনা সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা সরকারি কলেজ, পাবনা সরকারি মহিলা কলেজ, পাবনা সরকারি শহীদ বুলবুল কলেজ ও পাবনা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে ক্লাস-পরীক্ষা হয়নি। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সরকারি এডওয়ার্ড কলেজে দেখা যায়, শিক্ষকেরা প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নিয়েছেন। হাতে দাবিসংবলিত ব্যানার। কয়েকজন শিক্ষার্থী দূরে দাঁড়িয়ে। পৌনে একটার দিকে সরকারি মহিলা কলেজের চিত্রও ছিল এমন।

চুয়াডাঙ্গার তিনটি সরকারি কলেজের শতাধিক শিক্ষক কর্মবিরতি পালন করেন। এতে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ, সরকারি আদর্শ মহিলা কলেজ ও দর্শনা সরকারি কলেজে ক্লাস-পরীক্ষা হয়নি।

রাজশাহীতে শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের কর্মবিরতির কারণে সরকারি কলেজগুলোতে ক্লাস-পরীক্ষা হয়নি, শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরেও কাজ হয়নি। কর্মবিরতির পাশাপাশি অবস্থান ধর্মঘটও পালন করেন তাঁরা।

কর্মবিরতির কারণে রংপুরের কারমাইকেল কলেজ, রংপুর সরকারি কলেজ ও সরকারি বেগম রোকেয়া কলেজে ক্লাস হয়নি। পরীক্ষাও স্থগিত ছিল।

নারায়ণগঞ্জের সরকারি মহিলা কলেজ, আড়াইহাজারে সরকারি সফর আলী কলেজের শিক্ষকেরা কর্মবিরতি পালন করেন। সরকারি তোলারাম কলেজের মাঠে মানববন্ধন করেন শিক্ষকেরা। মানববন্ধনে বিসিএস শিক্ষা সমিতির যুগ্ম মহাসচিব জীবন কৃষ্ণ মোদক বলেন, বিসিএস কর্মকর্তাদের একটি নীতিমালা ও সরকারি অনুশাসন আছে। কয়েকটি ধাপ পেরিয়ে শিক্ষকদের এই জায়গায় আসতে হয়েছে। যাঁরা বিসিএস ক্যাডার হতে পারেননি, তাঁরাও যদি একই মর্যাদা পান, সেটা দুঃখজনক।

[প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন *প্রথম আলোর* নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিরা]